ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1581-1589
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.379

শোলাশিল্প: একটি ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিক

আশিস হালদার, *গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

সুজয়কুমার মণ্ডল, *প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.03.2026; Accepted: 26.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Shola-pith craft is an important form of folk Craft. Shola pith is a type of aquatic plant. In India, two varieties of shola are found: (1) *Kath Shola* and (2) *Bhat Shola* or Phul Shola. Most shola-based folkcrafts are made from *Bhat Shola* or *Phul Shola*. Shola art is widely practiced across West Bengal, especially in districts such as Birbhum, Bardhaman, Murshidabad, Kolkata, Nadia, and Bishnupur. The major forms of this folk Craft include *topor* (traditional wedding headgear), sithimor, palanquin decorations, *chandmala*, *kadam* flowers, *dolongi,* flower vases, Durga idols, Bishahari figures, idol decorations, and various other sculptures. Common motifs used in shola craft include peacock, kalka (paisley), leaves, rolls, betel shapes, beads, pea-like forms, half chakki, and full chakki patterns. The tools used in this craft include kat or kait (cutting tools), pencil, *sarna, chairi*, *rolling* pin, pais, scale, and scissors. In the process of making shola crafts, the brown outer layer of the shoal-pith is first removed using a cutting tool. Then, designs are drawn on the soft white inner part to create various artistic items. The Malakar Community has traditionally been the main tradition bearer of this craft. However, people from other communities are now also involved. Both men and women participate in this work. Shola-pith craft products are marketed in different ways—through home-based sales, fairs and exhibitions, middlemen, and various government and non-government organizations. This craft has been practiced for generations across different parts of West Bengal. Field studies show that artisans generally follow similar methods of production. However, some changes and modern influences are now visible in the materials used. New types of cutting tools, zigzag scissors, decorative paper, zari, sequins, poplin cloth, and tracing paper are increasingly being used. Despite its richness, the craft faces several challenges, such as shortage of raw materials, financial constraints, low rainfall, lack of skilled artisans, disinterest among the younger generation, high cost of raw materials, and insufficient government support. If these challenges can be addressed, shola craft can regain its former glory. Therefore, it is essential for us to take active steps to preserve and promote this traditional folk Craft.

Keywords: Shola-pith Craft, Motif, Tools, Artisan Community, Development, Challenges

সমাজ জীবনের জীবন্ত দলিল সংস্কৃতি। সভ্যতার উষালগ্ন থেকে শ্রমজীবি মানুষ তাঁদের শ্রমের মাধ্যমে সভ্যতার গতিধারাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সংস্কৃতি বলতে বোঝায় সাধারণ মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, পোষাক-পরিচ্ছদ, ধর্ম প্রভৃতি। লোকশিল্পের একটি বিশিষ্ঠ ধারা শোলাশিল্প। শোলাশিল্পে লোকায়ত সমাজের সমষ্টিগত আবেগ-অনুভূতি, প্রয়োজন-প্রতীতি, বিশ্বাস-সংস্কার, ব্যবহারিক প্রয়োজন ইত্যাদি শিল্পরূপে বিভিন্ন মাধ্যম ও আঙ্গিকের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে।

শোলা একপ্রকার জলজ উদ্ভিদ-যার বৈজ্ঞানিকি নাম Aeschynomene Aspera. ভারতবর্ষে দু'প্রকারের শোলার প্রজাতি দেখা যায়।

১. Kath Sola (কাঠ শোলা)

২. Bhat Sola (ভাতশোলা বা ফুল শোলা)

শোলার যাবতীয় শিল্প আঙ্গিকগুলি ভাতশোলা বা ফুলশোলার দ্বারা তৈরি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের একটি ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পকলার আঙ্গিক শোলাশিল্প। যার খ্যাতি আজ বিশ্বব্যাপী। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র শোলাশিল্প লক্ষ্য করা যায়। যেমন- বীরভূমের সুরুল, বর্ধমানের বনকাপাসি, কাটোয়া, জামুরিয়া, মুর্শিদাবাদের খাগড়া, ইন্দ্রপ্রস্থ, কলকাতার কুমোরটুলি, মানিকতলা, চব্বিশ পরগনার মহেশপুর, বারুইপুর, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, পোকাবাঁধ, সোনামুখি, নদীয়ার কৃষ্ণনগর, বাদকুল্লা, তেহট্ট প্রভৃতি স্থানে ঐতিহ্যগতভাবে বংশ পরম্পরায় মালাকার সম্প্রদায়ের মানুষেরা শোলার শিল্পকর্ম সম্পাদন করে থাকেন।

শোলাশিল্পের শিল্প আঙ্গিকগুলি হল- টোপর, সিঁথিমোড় পালকি, মালা, কদমফুল, দোলঙ্গি, ফুলদানি, দুর্গামূর্তি, ময়ূরপঙ্খী নৌকা, ডাকের সাজ, বিষহরি, পটাশি, চাঁদমালা, গাছ, লতাপাতা, উড়োজাহাজ, কলসী কাঁখে নারী, হরিন, বাঘ, প্রজাপতি, রাজকীয় হাতি, রাজা-রানী, তাজমহল, মন্দির, প্রতিমার চালচিত্রের দ্রব্যাদি, ঠাকুর-দেবতার মূর্তি প্রভৃতি।

শোলাশিল্পের বিষয়গুলিকে একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল:

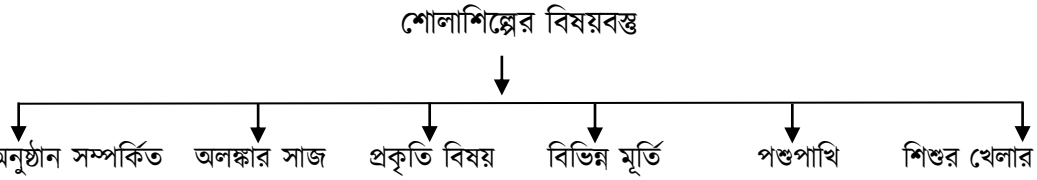

ঐতিহ্যগতভাবে শিল্পীরা শোলাশিল্প সামগ্রীর আঙ্গিকে বিভিন্ন মোটিফ ফুটিয়ে তোলেন। এই মোটিফগুলি হল- ময়ূর, কলকা, পাতা, রোল, পান, জ্যামিতিক নক্সা করলাচাকী, দাঁতবীট, সুসুনি পদ্ম, মটর দানা, হাফচাকী, ফুলচাকী, সুতেন প্রভৃতি। এই শিল্প সামগ্রীর যন্ত্রপাতিগুলি হল- কাত বা কাইত, পেনসিল, পাটা, সর্না, চেয়াড়ি, কম্পাস, বেলনা, করাত, হাতুড়ি, পাইপ, ছেকনি, সুচঁ, স্কেল, তুম্না, বসমা পেশাই মেশিন বা তই ভাজা কল, জিকজাক, কাইচি বা ইন্টারলক কাইচি, বাটালি, ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি।

শিল্প সামগ্রী তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে বাজার থেকে শোলার বান্ডিল সংগ্রহ করা হয় চড়া দামে। সেই বান্ডিল থেকে মোটা শোলাগুলি বেছে আলাদা করা হয়। উন্নত কাজের জন্য ভালো পরিস্কার ও মোটা শোলা ব্যবহার করা হয়। এই মোটা শোলায় নক্সা ভালো হয়। শোলার বিভিন্ন সামগ্রী নির্মান পদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। তবে যে কোন সামগ্রী নির্মানের ক্ষেত্রে প্রথমে শোলার বাদামি অংশ বা ছাল কাত দিয়ে তোলা হয়। তারপর শোলা থেকে কাত-এর সাহায্যে চাদরের মত পাতলা করে 'কাপ' তোলা হয়। 'কাপ' তোলার পর সামগ্রী অনুযায়ী বিভিন্ন নক্সা কাটা হয়। এবারে একটা বেস বা ভিত তৈরি করা হয়। তার উপর ছোট ছোট বিভিন্ন

কাত নক্সা আঠা দিয়ে আটকানো হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে দেখেছি শিল্পীদের কর্মপদ্ধতি প্রায় এক। এখানে ময়ূরপঙ্খী নৌকা নির্মান পদ্ধতি তুলে ধরা হল। প্রথমে মাপ, অনুযায়ী আট পেপারের উপর পেন্সিল দিয়ে নক্সা এঁকে নেওয়া হয়।

এবার খারাপ শোলা দিয়ে নৌকার মত বেঁকিয়ে ৫-৬ টি সরু ছাল ছাড়ানো শোলা আঠা দিয়ে শক্ত করে 'বেস' তৈরি করা হয়। 'বেস' এর তলার দিকটা গোল করা হয় এবং উপরের দিকটা চারকোনা রাখা হয় যাতে সেখানে ছোট ছোট মানুষ দাঁড় হাতে বসে আছে এমন নক্সা আটকানো যায়। সরু ছুরি দিয়ে তৈরি করা 'বেস'টি মসৃণ করা হয়। যার ফলে তোলা 'কাপ' বডিতে সহজেই আঠা দিয়ে লাগানো হয়। একটি মোটা শোলা কাত দিয়ে কেটে ময়ূর মুখ তৈরি করা হয়। এই মুখটিকে তার দিয়ে মূল বডির সঙ্গে আটকানো হয়। এবার ময়ূরের বডিতে কাপ পরানো শেষ হলে গায়ের মসৃন অংশে বিভিন্ন কাট নক্সা হাফ চাকি, ফুল চাকি, মটর দানা, পাতা, ফুল, খেজুর পাতা প্রভৃতি নক্সা সেটিং করা হয়। ময়ূরের উপরের দিকে দাঁড় বাহী মানুষ, পাল, ঘর, পতাকা যেগুলি সূক্ষভাবে তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলি সেটিং করা হয়। এবারে ময়ূরের তলাটাকে একটি শক্ত প্যাডের উপর আঠা দিয়ে বসানো হয়। বিভিন কালারের ভেলভেট পেপার দিয়ে প্যাডটি মোড়া থাকে। নৌকার মাপ অনুযায়ী কাঁচের বাক্স নির্মান করা হয়। সেই বাক্সে নৌকাটি সেট করা হয়। এইভাবে একটি নৌকা নির্মান প্রনালী সমাপ্ত হয়।

শোলাশিল্পের ধারক ও বাহক মালাকার সম্প্রদায়। বংশ পরমম্পরায় ঐতিহ্যগতভাবে মালাকাররা শোলার নানা ধরনের শিল্প সামগ্রী সৃজন করে চলেছেন। মধ্যযুগের ময়ূর ভট্টের 'ধর্মপূরান' কাব্যে বিবিধ জাতির মধ্যে মালাকার সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে-

"সদ্গোপ কৈবর্ত আর গোয়ালা তাম্বুলি।
উগ্রক্ষেত্রী কুম্ভকার একাদশ তিলি।।
যোগী ও আশ্বিন তাঁতী মালী মালাকার
নাপিত রজক দুলে আর শঙ্খধর"[১]

বিবর্তনের ধারায় এই শিল্পকর্মে মালাকার সম্প্রদায় প্রায় অনেকাংশে কমে গেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি পরিবার এই শিল্পকর্ম করে থাকেন। তবে বর্তমানে জীবন ও জীবিকার তাগিদে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ যেমন-সরকার, বাগ, দাস। পাল, রায়, চৌধুরী প্রভৃতি শোলার কাজ করে থাকেন।

মালাকার সম্প্রদায়ের মানুষেরা নানা অভাব-অনটন সত্ত্বেও বাঁচার তাগিদে ঐতিহ্যগত ভাবে বংশপরম্পরায় শিল্প সৃষ্টি করে চলেছেন। বিভিন্ন স্থান ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে জানা গিয়েছে শিল্পীরা না খেতে পেলেও শোলার কাজ ছাড়তে পারবে না। কারণ তাঁদের এই পেশা নেশাতে পরিনত হয়েছে। মালাকার সম্প্রদায়ের মানুষেরা শোলাশিল্পের ঐতিহ্যকে কঠোর শ্রম, নিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে গতিশীল রেখেছে। বাংলার আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এধরেন লোকশিল্পের আঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শোলাশিল্পীরা মূলত সমাজের সুখ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করে চলেছেন এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা। একটি গ্রামের বসবাসকারী মানুষের চাহিদা, সেই গ্রামের বিভিন্ন পেশার মানুষের সেই চাহিদা মেটাতো। এই শ্রেণির মানুষেরা নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেনির। বর্তমানে কয়েক হাজার মানুষ শোলাশিল্পের আশ্রয়ে বেঁচে আছে। বেশিরভাগ মানুষই মুখ্য পেশা হিসাবে শোলাকে বেঁছে নিয়েছে। বর্তমানে জীবন ও জীবিকার চাহিদার জন্য অন্যান্য পেশার সঙ্গে তার যুক্ত হচ্ছেন। কারণ এই পেশার কাজ করে সারাবছর সংস্কার চালানো অসম্ভব হয়ে যায়। কিছু মানুষের জমিজমা থাকলেও ভূমিহীন শোলাশিল্পীর সংখ্যা বেশি। বর্তমান প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা এই শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে না। কারণ এই শিল্পের

ভবিষ্যৎ সংকটের মুখে। বেশিরভাগ মানুষ জীবিকার জন্য ভিন্ন রাজ্যে চলে যাচ্ছে। কারণ যে পরিমান অর্থ এই শিল্পকাজ থেকে উপার্জন হয় তা দিয়ে সংসার পরিচর্চা করা খুবই কঠিন। কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ শিল্পী পরিবার দারিদ্রের মধ্যে জীবন-যাপন করছে। বর্তমানে শোলাশিল্পের চাহিদা বেড়েছে কিন্তু শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্র আমি ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে দেখেছি এই শিল্পের সঙ্গে শিশু শ্রম তেমনভাবে যুক্ত নয়। শিল্পীর ছেলে মেয়েরা তাঁদের পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবারের বৃত্তি হিসাবে এই কাজ সাহায্য করে। শিশুরা ভালো শোলা বাছায়, রং করা উপাদান-উপ-করণ হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়ার ফলে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। তবে যখন কাজের বেশি চাপ থাকে তখন শিশুরা কাজে সাহায্য করে। বীরভূমের সুরুল-এ কেবল মাত্র একটি শিশুকে শিল্প শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে দেখা গিয়েছে। তার আর্থিক দুরবস্থার জন্য সে এই কাজের সাথে যুক্ত হয়ে সংসার চালাচ্ছে। তার পিতা মারা গেছেন এবং মা অসুস্থ বলে জানতে পেরেছি। ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে মালাকার সম্প্রদায়ের পরিবারের গড় আয় ৬০০০ থেকে ৭০০০ হাজার টাকা মাত্র। যা দিয়ে সংসার চালানো কঠিন।

শোলা শিল্পে যৌথশিল্প হিসাবে পরিগণিত হয়। পুরুষ এর পাশাপাশি মহিলারা এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন। মহিলারা শোলা বাছাই, রং করা, কদম ফুল তৈরি, দোলঙ্গি তৈরি, প্যাকিং প্রভৃতি কাজ করে থাকেন। মহিলারা শিল্পীর পাশাপাশি পরিবারের সহায়ক হিসাবে কাজ করে থাকে।

লোকশিল্পের উৎপাদন ও তার বিপণন ব্যাহত হচ্ছে কাঁচামালের অপ্রতুলতা ও অত্যাধিক মুল্য বৃদ্ধির জন্য। বর্তমানে শোলাশিল্পে কাঁচামালের দাম প্রায় দ্বিগুণ, তাও ভালো মানের কাঁচামাল পাওয়া যায় না। বহরমপুরের অঞ্চলের শোলাশিল্পী সুভাষ চন্দ্র সরকারের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুয়ায়ী ৬-৭ টি, শোলার পূর্বে দাম ছিল ১০-১৫ টাকা। বর্তমানে দাম ২০০-৩০০ টাকা। তাও উন্নতমানের নয়। সেই তুলনার সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পায়নি। এক বাণ্ডিল শোলার মধ্যে ১০-১৫ টি ভালো থাকে। বর্ধমান জেলার বনকাপাসি অঞ্চলের শোলাশিল্পী নরহরি ঘোষের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ৩হাত দড়ির শোলার বর্তমান দাম ১৪০০-২০০০ হাজার টাকা, যা পূর্বে দাম ছিল ২০০-৩০০ টাকা। শিল্পীরা আগে ময়দার সঙ্গে তুঁতে মিশিয়ে জ্বাল দিয়ে আঠা তৈরি করত। বর্তমানে কাজের সুবিধার জন্য এখন ফেভিকল জাতীয় আঠা ব্যবহার করেন। যার দাম ১ কেজি ২০০ টাকা। এছাড়াও অন্যান্য উপাদানের দাম বেড়ে গিয়েছে। যেমন-জরি, চুমকি প্রভৃতি।
নিম্নে ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে শোলাশিল্পের বিভিন্ন সামগ্রীর বিক্রয় মূল্য উল্লেখ্য করা হল:

ক্রমিক নং	শোলার উৎপাদিত সামগ্রীর নাম	বিক্রয় মূল্য
১	ভালো টোপর (১ পিস)	১০০-১৫০০ টাকা
২	কমা প্রতিমার সাজ (১ সেট)	৫০০-৬০০ টাকা
৩	উন্নত মানের সাজ (১ সেট)	১০০০০-২৫০০০ টাকা
৪	পাল তোলার নৌকা (১ পিস)	২০০০ টাকা
৫	পালকি (১ পিস)	২০০০ টাকা
৬	অন্নপ্রাশনের টোপর (১ পিস)	১০০-২০০ টাকা
৭	১৮ ইঞ্চি ময়ূরপঙ্খি নৌকা (১ পিস)	৩০০০ টাকা
৮	কদমফুল (১ পিস)	১০ টাকা
৯	১থেকে ৪ ফুট প্রতিমা (১পিস)	১৫০০ – ৫০০০০ টাকা

১০	দোলঙ্গি (১ পিস)	১০ টাকা
১১	প্রজাপতি (১২ পিস)	২৮০-৩০০ টাকা
১২	পাখি (১২পিস)	২০০-৪০০ টাকা
১৩	বিষহরি (১২ পিস)	২০০-৪০০ টাকা
১৪	কুলোতে দুর্গার মুখ (১ পিস)	৫০০-২০০০ টাকা
১৫	পালকি (৪ জন বাহক সহ)	১৫০০-৩০০০ টাকা

শোলার উৎপাদিত সামগ্রী বিভিন্নভাবে বিপণন হয়ে থাকে।

ক. শোলাশিল্পীরা নিজেরা সরাসরি বাড়ি থেকে সামগ্রী বিক্রি করে থাকে।

খ. দশকর্মা দোকানের মাধ্যমে শিল্প সামগ্রী বিক্রি হয়ে থাকে।

গ. আরেকটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হলো পাইকারি ব্যবসায়ী, এদের মাধ্যমে বেশি পরিমাণে শিল্প-সামগ্রী বড় বড় দোকানে বিক্রি করা হয়।

ঘ. শিল্পীদের তৈরি সমবায় সমিতির মাধ্যমে শিল্প সামগ্রী বিপণন হয়ে থাকে।

ঙ. পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'মঞ্জূষা' ভারত সরকারের অধীনস্থ জাতীয় হস্তশিল্প কেন্দ্র প্রভৃতি সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শোলার শিল্প সামগ্রী দেশ-বিদেশে পাড়ি দিয়ে থাকে।

চ. মেলা উৎসব ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিল্পসামগ্রী বিপণন হয়ে থাকে। সরকারি ও বেসরকারি হস্তশিল্প, লোকশিল্প মেলার মাধ্যমে শিল্প সামগ্রীগুলি বিক্রি হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ঐতিহ্যগতভাবে বংশ পরম্পরা শোলাশিল্পীরা শোলার বিভিন্ন শিল্পদ্রব্য সৃজন করে চলেছেন। ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে জানা গিয়েছে শিল্পীরা ও তার শিক্ষা গুরু একই পদ্ধতি মেনে শোলার সামগ্রী নির্মাণ করে চলেছেন। ঐতিহ্যগত ভাবে টোপর, চাঁদমালা, কদমফুল, দোলুঙ্গি, সিঁথিমোড়, প্রভৃতি সামগ্রী তৈরি করা হয়। তবে বর্তমানে মানুষের চাহিদা প্রেক্ষিতে শিল্পবস্তুকে সৌন্দর্য্য বিকাশের জন্য কিছু নতুন সংযোজন ঘটেছে। যেমন বসমা কাগজ, বুলেন, বিভিন্ন ধরনের চুমকি, ট্রেসিং পেপার প্রভৃতি। পূর্বে মানুষের ধর্মীয় সংস্কৃতি, আচার, রীতি-নীতি প্রভৃতিতে শোলার সামগ্রী ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে মানুষের সৌন্দর্য্যবোধের দিকটি তুলে ধরা হয়।

শোলাশিল্পের উপকরণের ক্ষেত্রেও বিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রধান উপকরণ বলতে 'কাত' এর ব্যবহার এখনো আছে। কিন্তু তার অবয়ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন মাপের সরু-মোটা, ছোট-বড় শিল্পীর কাজের সুবিধা অনুযায়ী শিল্পীরা তৈরি করে থাকেন। সুক্ষ নকশা করার জন্য সরু ছুরি, কম্পাস, ছেনি, কাটা, ডিজাইন কাইচি যাকে অনেক স্থানে জিগ যাগ কাইচি বলে। এই কাইচি বসমা কাগজ খাজ ভাবে কাটার কাজে ব্যবহার করা হয়। বিবর্তনের ধারায় আর একটি উপকরণ হলো তৈপেসা মেশিন। এই দুটি উপকরণ কেবলমাত্র বর্ধমানের বনকাপাসির শিল্পীরা ব্যবহার করে থাকে। প্যান্ডেল সজ্জার মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে প্লাস্টার অফ প্যারিস ব্যবহার করা হয়। শোলা থেকে খোসা আলাদা করার জন্য লম্বা পাইপ ব্যবহার করা হয়।

আগে কাগজের ওপর নকশা অঙ্কন করে শোলা সেট করে প্রতিমা নির্মাণ করা হত। কিন্তু বর্তমানে কালারিং পপলিন কাপড় ট্রেসিং পেপারের ওপর নকশা এঁকে শোলা সেট করছেন। নকশার ফাঁকা অংশে কালারিং মার্বেল পেপার আটকে দিচ্ছেন। ফলে নকশার ফাঁকে কালারিং অংশ ফুটে উঠেছে। সেগুলি আলোতে চকচক করে মানুষের দৃষ্টিনন্দন ঘটায়।

শোলাশিল্পের মোটিফের ব্যবহার কিছু বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জীবজগৎ, পশু, পাখি, সৌরজগৎ, জ্যামিতিক বিভিন্ন নকশার ক্ষেত্রেও বিবর্তন ঘটেছে। শোলাশিল্পে নকশার ক্ষেত্রেও বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে ফুল, চাকি, বিট, মটরদানা, ময়ূর ইত্যাদি নকশা ব্যবহার করা হতো। বর্তমানে ক্ষেত্রসমীক্ষা করে দেখা গেছে ময়ূরের নকশা সবচেয়ে বেশি এই শোলার কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও প্রজাপতি, ফুল, চুমকি, পদ্ম, সিঁদুরের কৌটা, গুটি ফুল, বেলী, চমা, বর্ডার, দাঁত, চরণ, ড্যারা, চাকি, তিসরা বর্ডার, শোলার কাপ, কলকা, বরফি, চাঁদ, গোল, পাঁচফুল, তিন ফুল, সাতফুল, বেকি, মটরদানা, যবশিস, কলম, ডালিয়া, ট্যাবলেট ইত্যাদি নকশা চলে এসেছে। শোলাশিল্পের বিবর্তনের ধারাকে কয়েকটি বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা যায়। বিষয়গুলি হলো:

ক. স্থানগত বিবর্তন
খ. শিল্পী ও তাদের সমাজ জীবনগত বিবর্তন
গ. কৃৎকৌশল ও উপকরণগত বিবর্তন
ঘ. শিল্প দ্রব্য ব্যবসা-বাণিজ্যগত বিবর্তন
ঙ. ব্যবহারকারীদের সামাজিক তাৎপর্যগত বিবর্তন

কালের ধারায় এই শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। শোলার চেয়ে হালকা সস্তা বিভিন্ন বিকল্প বস্তু বাজারে চলে আসার ফলে শোলাশিল্পের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। শোলা এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ, যা বিভিন্ন খাল, বিল, পুকুর, ডোবা প্রভৃতি স্থানে আপনা আপনি জন্মায়। পূর্বের শিল্পীরা এই সমস্ত স্থান থেকে নিজেরা শোলা কেটে এনে শিল্পসামগ্রী তৈরি করত। কিন্তু বর্তমানে এই সমস্ত খাল, বিল, ডোবা মানুষ নিজের প্রয়োজনে ভরাট করে বসবাসের উপযোগী করেছে। ফলে শোলার বাসস্থান নষ্ট হয়ে গেছে। শোলার বিকল্প হিসাবে বর্তমানে কেমিক্যালজাত থার্মোকলের প্রভাব দেখা দিচ্ছে। থার্মোকল শোলার চেয়ে শক্ত। তা দিয়ে খুব সহজে কম সময়ে প্রচুর শিল্পদ্রব্য তৈরি হচ্ছে।

ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শোলাশিল্প ও শিল্পীদের সমস্যা গুলিকে তুলে ধরা হলো:

১. কাঁচামালের অভাব, যা এই শিল্পের মূল অন্তরায়।
২. শোলাশিল্পের অপর একটি মূল সমস্যা হল পুঁজির অভাব। শিল্পীরা অর্থের অভাবে সিজিনের সময় বেশি করে শোলা কিনে রাখতে পারে না।
৩. পূর্বের তুলনায় বৃষ্টিপাত কম হওয়ার ফলে শোলা গাছ জন্মানোর পক্ষে চরম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে।
৪. মহজনদের কাছে বেশি সময় ধরে টাকা গচ্ছিত থাকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা 'মঞ্জুষা'-এখানে শিল্পীদের শিল্পী সামগ্রী দিয়ে আসতে হয় এবং বিক্রির পর শিল্পীরা সেখান থেকে টাকা পান।
৫. শোলাশিল্পের সংকটের জন্য বর্তমান প্রজন্ম এই শিল্প কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে না।
৬. শোলাশিল্পের কারিগরের সমস্যা। শিল্পীরা বাইরে কাজ করে বেশি অর্থ উপার্জন করছে।
৭. শোলশিল্পের উপাদান শোলা তথা জরি, চুমকি, অভ্র, রং প্রভৃতির অত্যাধিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাসন্তী, গোলাপী, বেগুনি, প্রভৃতি রং ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা কেজি। অভ্রের দাম আগে ১৫০ টাকা কেজি ছিল কিন্তু বর্তমানে তা ৮০০ টাকা কেজি।
৮. শোলার সামগ্রী বেশি দিন ঘরে ফেলে রাখার সমস্যা, ফলে কালার নষ্ট হয়ে যায়।
৯. বিভিন্ন প্রদর্শনী, মেলা প্রভৃতি স্থানের শিল্পীকে নিজের খরচে যেতে হয়, শিল্পীর সঠিক গুণমান বিচার করা হয় না, বিদেশে পাঠানোর জন্য প্যাকিং করা খুব কঠিন, শিল্পীদের কাছ থেকে সরাসরি সামগ্রি বিক্রি

না হওয়া, বিদেশ থেকে আগত ক্রেতারা কলকাতা বাজার মুখী হয়ে থাকে, মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার কারণে শোলাশিল্প চরম সংকটের মুখে আছে।

পশ্চিমবঙ্গের শোলাশিল্পের সংকটের দিকটি আলোচনার পর এই শিল্পের সম্ভাবনার বিষয়ে আলোকপাত করব। পশ্চিমবঙ্গে র শোলাশিল্পের পুনরুজ্জীবন, ভবিষ্যত রক্ষা এবং শোলাশিল্পীদের সার্বিক উন্নয়নে ও ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা শিল্পীদের চাহিদা ও বর্তমান গবেষকের এই গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবাকারে তুলে ধরা হল:

১. শোলাশিল্পীদের নিয়ে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় সমিতি গঠন করে সুপরিকল্পিত ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করে শিল্পীদের সমস্ত রকম সহায়তা করাযে সমস্ত সমবায় সমিতি বর্তমানে অচল হয়ে পড়ে আছে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে তাদের পুনরুজ্জীবন করতে হবে। একমাত্র সক্রিয় সমবায় সমিতিই মহাজন ও ব্যবসায়ীদের হাত থেকে শিল্পীদের জীবন সুরক্ষিত করতে পারবে।

২. বর্তমানে জলাশয়ের অভাবে শোলা অর্থাৎ কাঁচামাল পাওয়া যাচ্ছে নামানুষ তার নিজের প্রয়োজনে জলাশয় ভরাট করে বাসযোগ্য করে তুলছে। মানুষকে সুস্পষ্ট দৃষ্টি নিয়ে জলাশয় ভরাট না করে শোলাকে বাঁচাতে সচেষ্ট হবে যাতে প্রাচীন ঐতিহ্যময় শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষা পায়।

৩. সরকারী উদ্যোগে সঠিকভাবে শিল্পীদের কাঁচামাল সরবরাহ করতে হবেকাঁচামালের দাম প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। সেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিকটি সরকারকে দরিদ্র শিল্পীদের কথা মাথায় রেখে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ। করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারকে দরিদ্র শিল্পীদের জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

৪. শিল্পীদের সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে স্বল্প সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা দরকার।

৫. শোলাশিল্পের দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে বাজার তৈরি করতে হবে।

৬. শোলাশিল্পকে বিশ্ববাজারে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্য উন্নত মানের শোলা শিল্পদ্রব্য সুজনের জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত, ব্লক, মহকুমা ও জেলা স্তরে বিভিন্ন কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নতুন প্রজন্মকে এই শিল্পে আগ্রহী করে তোলার জন্য, দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই কর্মশালার মধ্য দিয়ে শিল্পীরা আগ্রহী হয়ে প্রাচীন এই শিল্পকে বয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৭. সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে শিল্পমেলা ও প্রদর্শনীর সংখ্যা বাড়াতে হবেশিল্পীদের যাতায়াত ও রাহা খরচ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিল্পীরা এই সমস্ত জায়গায় আগ্রহের সাথে অংশগ্রহনে উদ্যোগী হয়।

৮. সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে ব্লক, জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে প্রতিযোগীতার মাধ্যমে দক্ষও নিপুণ শিল্পীদের বিভিন্ন ধরনের পুরস্কার ও সম্মানিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯. শিল্পীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বীমার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১০. শিল্পীরা যাতে ঘরে বসে কাঁচামাল, জরি, চুমকি, রাংতা, অস্ত্র প্রভৃতি সামগ্রী পাই তার দিকে নজর দিতে হবে শিল্পীদের কলকাত থেকে নানা উপকরণ ক্রয় করে আনতে হয়। এতে দিন যেমন কামাই হয় আবার অর্থ ও খরচ হয়। ফলে শিল্পীর অসুবিধা হয়এই জন্য যাতে সমস্ত উপকরণ যাতে শিল্পীরা ঘরে বসে পায় তার দিকে দৃষ্টিপাত করা দরকার।

১১. জেলা শিল্প দপ্তর (DIC)কে শোলাশিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে সঠিক ভূমিকা পালন করতে হবে। জেলা শিল্প দপ্তরের মাধ্যমে শোলার বিভিন্ন শিল্প সামগ্রী যাতে আরও বেশি বিক্রি হয় তার দিকে নজর দিতে হবে।

১২. এই শিল্পকে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন নতুন নতুন নক্সার বই শিল্পীদের প্রদান করতে হবে যাতে শিল্পীরা আরও উন্নত নক্সার সামগ্রী তৈরি করে মানুষের সৌন্দর্য প্রীয়তাকে চরিতার্থ করতে পারে

১৩. শোলাশিল্পের প্রচার ও প্রসারে বিভিন্ন গণমাধ্যমকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। শোলাশিল্পীদের জীবন ও শিল্পকৌশল বিষয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে। এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪. শোলাশিল্পীদের উৎপাদন কৌশল ও বিষয়বস্তুতে অভিনবত্ব আনতে হবে। যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী শিল্পীদের শিল্পবস্তু নির্মাণ করতে হবে।

১৫. শিল্পীদের সরাসরি শিল্প সামগ্রী বিপণনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে মধ্যস্থতাকারী দালাল চক্রের হাত থেকে শিল্পীরা রক্ষা পায়শিল্পীরা নিজেরা শিল্পসামগ্রী বিক্রি করলে অধিক লাভবান হবেন।

১৬. স্বল্প ব্যয়ে শিল্পীদের সরকারী প্রচেষ্টায় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। শিল্পীদের স্বাস্থ্য নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭. শিল্পীদের সরকারীভাবে স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় শিল্পীদের আনতে হবে, যাতে তারা শেষ পর্যন্ত আগ্রহের সাথে শোলার কাজ করতে পারেন।

১৮. এই শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য সরাকারীভাবে দক্ষ শিল্পীদের দ্বারা ট্রেনিং করাতে হবে। যেমন বিশ্বভারতীর আর্টকলেজের শিক্ষক দ্বারা ট্রেনিং করানোর কথা বীরভূমের সুরুলের শিল্পীরা বলেছেন।

১৯. এই শিল্পের স্ত্রীবৃদ্ধি ঘটানোর জন্য প্রত্যেক শিল্পীদের সরকারী অনুদান দিতে হবে

২০. উন্নত মানের নক্সার জন্য প্রত্যেক শোলার কারখানাতে নক্সার বই প্রদান করতে হবে।

২১ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার শিল্পীদের নিয়ে বেশি বেশি করে ট্রেনিং করাতে হবে তাহলে এক স্থানের শিল্পীদের সাথে অন্য স্থানের শিল্পীদের কাজের ভাব বিনিময় ঘটবে। বিভিন্ন শিল্পীরা জানিয়েছেন স্কুলের মত যদি নক্সা শেখানো যায় তাহলে এই শিল্পের আরও অগ্রগতি ঘটবে।

সবশেষে পশ্চিমবঙ্গের শোলাশিল্পের সংকট ও দৈন্যদশা কাটাতে উল্লিখিত প্রস্তাবগুলির বাস্তবায়ন প্রয়োজন, না হলে শেলাশিল্পের সচলতা ক্রমশ কমে যাবেপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্পের একটি বিশেষ ধারা শোলাশিল্পকে ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যেতে দেখবো। লোকসংস্কৃতির একটি মূল্যবান উপাদান ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে। যদি উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি কিছুটা হলেও কার্যকরী হয় তাহলে প্রাচীন এই শোলাশিল্প স্বমহিমায় বেঁচে থাকবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

শোলার চেয়ে হাল্কা, সস্তা বিভিন্ন বিকল্প বস্তু বাজারে প্রাধান্য লাভ করায় শোলাশিল্প অনেকটাই পশ্চাতে চলে গেছে। হ্রমশ অবলুপ্তির পথে হাঁটতে থাকা শোলার একেবারে অবলুপ্তি সম্ভব না হলেও অস্তিত্ব বজায় রাখার যথেষ্ট সমস্যা বর্তমানে, সেই সমস্যার দিকগুলিকে চিহ্নিত করে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তবে সমস্যা থাকলে তার যেমন সমাধান সূত্র থাকে তেমন শোলাশিল্পেরও নানা পরিবর্তন পরিবর্ধনের মাধ্যমে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা আছে, সেই সম্ভাবনার কোটি এখানে আলোচনা করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শোলাশিল্প নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে। সেগুলি সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছেএই শিল্পে কাঁচামালের অভাব, অন্যান্য উপাদানের অত্যধিক মৃতবৃদ্ধি, আধুনিক পণ্যের প্রভাব, শিল্পীর অনীহা, যন্ত্রপাতির অভাব, মহাজনদের আধিপতা, উপযুক্ত চাহিদার অভাব, সিরীদের পুঁজির অভাব, বিপণন ব্যবস্থার অভাব, সরকারী ও বেসরকারী সহায়তার অভাব, সমবায় সমিতি পরিচালনার অভাব, শিল্পীদের নানা শারীরিক সমস্যা ইত্যাদি শোলাশিল্পের নানা সমস্যাগুলি এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই

শিল্পের সম্ভাবনার নানা দিক এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন: কাঁচামালের যোগান, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ, শোলার উৎপাদন বাড়ানো, শিল্পীদের বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারীভাবে পুরস্কার, খেলা, প্রদর্শনী প্রভৃতির যথোপযুক্ত ববস্থ, বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, মহাজনদের প্রভাব রোধ করা, এই শিল্পের চাহিদা বাড়ানো, সরকারী ও বেসরকারীভাবে সিরীদের স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান, সমবায় সমিতিগুলি সঠিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করা, শিল্পীদের স্বাস্থ্য বীমার আওতায়। অনা, বিভিন্ন কর্মশালার নবীন প্রজন্মকে এই শিল্পের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি, সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি, জেলা পির দপ্তর (DIC) এই শিল্পের প্রসার ও উন্নয়নে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ। এই শিল্পের প্রসার ও সংরক্ষণে সাধারণ মানুষের সচতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ঐতিহ্যবাহী শোলাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সর্বস্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পথগুলিকে আমাদের উন্মোচন করতে হবে। বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা ভাবনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে শোলাশিল্প সৃষ্টি হয়েছে। পূজার প্রাক্কালে আজও শোলশিল্পীরা নিত্য নতুন শোলার সাজ, চালি, মুখা, বিভিন্ন মডেল তৈরি করে চলেছেন। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী আঙ্গিক শোলাশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের বদ্ধপরিকর হতে হবে।

তথ্যসূত্র:

১. সুর, অতুল। বাংলা ও বাঙ্গালী। সাহিত্য লোক, কোলকাতা, পৃ. ১৪-১৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. ঘোষ, প্রদ্যেৎ। বাংলার লোকশিল্প। পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০৪।

২. চক্রবর্তী, বরূণকুমার (সম্পা)। লোকজশিল্প। পারুল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ২০১১।